ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 2 ● Issue - 034 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৬ ● সংখ্যা ঃ ০৩৪ ● কলকাতা ● ২২ মাঘ, ১৪৩২ ● বৃহস্পতিবার ● ০৫ ফেব্রুয়ারী ২০২৬ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

এবার তৃতীয়বার বঙ্গ-সফরে আসছেন অমিত শাহ, সাংগঠনিক বৈঠকে মিলবে ফল?

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচন নিয়ে সিঁদুরে মেঘ দেখছে বিজেপি। আর তাই এবার তৃতীয়বার বঙ্গ-সফরে আসতে হচ্ছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে। এবারের সফরে কোনও প্রকাশ্য রাজনৈতিক কর্মসূচি নেই অমিত শাহের। উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা চলায় সভা, মিছিল এড়িয়ে শাহ রাজ্য বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে একাধিক সাংগঠনিক বৈঠক করবেন বলে সূত্রের খবর। এছাড়া রাজ্যের নানা প্রান্তে রাজনৈতিক দলের জনসভা, জনসংযোগ কর্মসূচি চলছে। এবার তৃণমূলের হাত থেকে বাংলার ক্ষমতা ছিনিয়ে নিতে সক্রিয়তা বাড়িয়েছে গেরুয়া ব্রিগেডও। মঙ্গলবারই দিল্লিতে বাংলার বিজেপি সাংসদদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন। সেখানে তাঁর নির্দেশ, ভোটমুখী বাংলায় শুধু বিজেপি

এরপর ৩ পাতায়

পর্ব 193

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

উভয়ই নিজের নিজের জায়গায় ঠিক এবং উভয়ই একে অন্যের পূরক। এইজন্য নিজের লক্ষ্য প্রাপ্ত করার জন্য আমাদের উভয়কেই বোঝার দরকার আছে।

উভয়ের তালমিল এবং উভয়ের সন্তুলন যদি আমরা রাখতে পারি, তবেই লক্ষ পর্যন্ত পৌঁছতে পারব।

আমাদের যে শরীর, তা হল সাধনরূপী বাহন।

ক্রমশঃ

ভর্তি চলছে

ভবানী চাইল্ড ইনস্টিটিউট

BHABANI CHILD INSTITUTE
24 PARGANAS (SOUTH)

স্থাপিত ঃ ১৯৯৩

২০২৬ শিক্ষাবর্ষে নার্সারি শ্রেণির পঠন-পাঠন শুরু হবে ৪ঠা ডিসেম্বর, ২০২৫ বৃহস্পতিবার থেকে

আসন সংখ্যা সীমিত। অভিভাবকদের নীচের মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য জানানো যাচ্ছে।

ভর্তির সময় ঃ সকাল ৯টা থেকে বেলা ১টা

যোগাযোগ ঃ 9083249944 / 9083249933 / 9083249922

এসআইআর আতঙ্কে আত্মহত্যার চেষ্টা যুবকের, চাঞ্চল্য বাসন্তীতে!

নুরসেলিম লস্কর, বাসন্তী

রাজ্য জুড়ে চলা এসআইআর (স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন) প্রক্রিয়া প্রায় শেষের পথে। আগামী ১৪ই ফেব্রুয়ারি সংশোধিত ভোটার তালিকা প্রকাশ করার কথা নির্বাচন কমিশনের। তার আগেই এস আই আর নিয়ে নির্বাচন কমিশনারের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তুলে বুধবার দেশের সুপ্রিম কোর্টে যখন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সয়ং একের পর এক সাওয়াল জবাব করছেন ঠিক তখনই এরাজ্যের দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বাসন্তী ব্লকের উত্তর মোকামবাড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত নলিয়াখালী গ্রামে এসআইআর আতঙ্কে আবারও আত্মহত্যার চেষ্টা করলেন এক যুবক।

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, পেশায় দিনমজুর সুরজিৎ মিস্ত্রি (৩০) কয়েকদিন আগেই এসআইআরের হেয়ারিংয়ে উপস্থিত হয়ে প্রয়োজনীয় নথিপত্র জমা দিয়েছিলেন। তবে নোটিস পাওয়ার পর থেকেই ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়ে যাওয়ার আশঙ্কায় মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন তিনি। পরিবারের সদস্যরা বারবার বুঝিয়ে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করলেও আতঙ্ক কাটেনি। বুধবার দুপুর আনুমানিক ১টা নাগাদ নিজের বাড়িতেই গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন সুরজিৎ। বিষয়টি নজরে আসতেই পরিবারের লোকজন ঘরের ভেতর থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে বাসন্তী ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান। সেখানে অবস্থার অবনতি হলে চিকিৎসকেরা তাঁকে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন। বর্তমানে সেখানেই তিনি আশঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন।

আর এই ঘটনা প্রসঙ্গে সুরজিতের কাকা নির্মল মিস্ত্রি জানান, “এসআইআরের হেয়ারিং করে আসার পর থেকেই সুরজিৎ ভয় আর আতঙ্কে ভুগছিল। বারবার বলত—আমাদের হয়তো এই দেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে। আমরা অনেকবার বুঝিয়ে বলেছি, আমাদের সব ডকুমেন্ট আছে, আমরা এ দেশের নাগরিক—কোনও সমস্যা হবে না। তবুও আজ দুপুরে সেই আতঙ্ক থেকেই গলায় দড়ি দেয়। এখন হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছে আমার ভাইপো। ডাক্তার বাবুরা বলছেন, এখন ঈশ্বরই ভরসা। জানিনা কি হবে!” আর এবিষয়ে কেন্দ্র সরকার ও নির্বাচন কমিশনারের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ সানিয়ে বাসন্তীর বিধায়ক শ্যামল মন্ডল বলেন, " কেন্দ্রীয় সরকারের নেতৃত্বাধীন নির্বাচন কমিশনের তমলুকী সিদ্ধান্তের কারণে সমগ্র দেশজুড়ে মৃত্যু মিছিল চলছে! বাসন্তীর এই সুরজিৎ মিস্ত্রী নামের ছেলেটিও ওই এসআইয়ারের কারণে নিজের নাগরিকত্ব নিয়ে আতঙ্কিত হয়ে এই ঘটনা ঘটিয়ে এখন হসপিটালে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছে। আপনারা জানেন যে আজকের আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এই এসআইআর এর বিরুদ্ধে দেশের সর্বোচ্চ আদালতে নির্বাচন কমিশন ও কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে এই নিয়ে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন। আমরাও এর প্রতিবাদ জানাচ্ছি" আর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

নয়াগ্রামে অটোতে গাঁজা পাচারের চেষ্টা বানচাল, পুলিশের অভিযানে উদ্ধার ৬৫ কেজি গাঁজা, গ্রেফতার ২

অরূপ ঘোষ, ঝাড়গ্রাম

গাঁজা পাচার নিয়ে সীমান্তবর্তী এলাকায় মাদক বিরোধী অভিযানে পুলিশের কড়া অবস্থান আরও একবার স্পষ্ট হল। পুলিশের ধারাবাহিক নজরদারি ও সক্রিয়তায় বড় সাফল্য পেল নয়াগ্রাম থানার পুলিশ। সীমান্তবর্তী এলাকায় কড়া নজরদারি ও ধারাবাহিক অভিযানের জন্য নয়াগ্রাম থানার পুলিশকে সাধুবাদ জানিয়েছেন সমাজের সর্বস্তরের মানুষ। সীমান্তবর্তী এলাকায় মাদক পাচার রুখতে মঙ্গলবার গভীর রাতে অটোতে করে গাঁজা পাচারের চেষ্টা বানচাল করে পুলিশ। ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে মঙ্গলবার রাতে ঝাড়গ্রামের এসডিপিও শামীম বিশ্বাস ও নয়াগ্রাম থানার আইসি সুজয় লায়েকের নেতৃত্বে ওড়িশা-বাংলা সীমান্ত সংলগ্ন বিভিন্ন এলাকায় কড়া নাকা চেকিং শুরু করা হয়। মাদক পাচার রুখতেই সীমান্তবর্তী একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সড়কে নজরদারি আরও বাড়ানো হয়েছিল। নাকা চেকিং চলাকালীন রাতে খড়্গপুরের দিকে যাওয়া একটি অটোকে নয়াগ্রাম থানার ডাহি এলাকায় আটক করে পুলিশ। অটোটি থামিয়ে তল্লাশি চালাতেই ভিতরে লুকানো অবস্থায় বিপুল পরিমাণ গাঁজা উদ্ধার হয়। এরপরই অটোটি বাজেয়াপ্ত

এরপর ৩ পাতায়

লোকসভার হট্টগোলে বাতিল মোদীর ভাষণ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

রাষ্ট্রপতির ভাষণের উপর ধন্যবাদ প্রস্তাব নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নির্ধারিত বক্তব্য বুধবার লোকসভায় বাতিল হয়ে গেল বিরোধীদের প্রবল বিক্ষোভের জেরে। দিনের অধিকাংশ সময়ে অধিবেশন স্থগিত হওয়ায় শেষ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য পেশ করা সম্ভব হয়নি।

এদিকে রাহুল গান্ধী সামাজিক মাধ্যমে দাবি করেন, তিনি

প্রধানমন্ত্রীকে নারাভানের বই উপহার দিতে চেয়েছিলেন, যাতে ২০২০ সালের সীমান্ত পরিস্থিতি নিয়ে রাজনৈতিক নেতৃত্বের ভূমিকা

এরপর ৩ পাতায়

(২ পাতার পর)

লোকসভার হট্টগোলে বাতিল মোদীর ভাষণ

তুলে ধরা হয়েছে। তাঁর অভিযোগ, সরকার বিষয়টি সামনে আসতে দিতে চাইছে না। প্রধানমন্ত্রী সংসদে বক্তব্য না রাখায় কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াঙ্কা গান্ধীও মন্তব্য করেন, প্রধানমন্ত্রী সংসদে আসতে ভয় পাচ্ছেন।

এই ঘটনাকে ঘিরে সংসদের অচলাবস্থা এবং রাজনৈতিক সংঘাত আরও বাড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে কেন্দ্রীয় রাজনীতিতে তীব্র সংঘাত তৈরি হয়েছে।

বিরোধীদের অভিযোগ, কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীকে (Rahul Gandhi) প্রাক্তন সেনাপ্রধান এম এম নারাভানের অপ্রকাশিত বই (M M Naravane Unpublished Book) থেকে উদ্ধৃতি দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়নি। রাহুলের দাবি, জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরার চেষ্টা করছিলেন তিনি, কিন্তু সরকার ইচ্ছাকৃতভাবে তাঁকে থামিয়েছে। তাঁর আরও অভিযোগ, প্রধানমন্ত্রী সংসদে উপস্থিত হয়ে বক্তব্য রাখতে এড়িয়ে গিয়েছেন।

অন্যদিকে বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে মন্তব্য করেন, রাহুল গান্ধী (Rahul Gandhi) যেখানে অপ্রকাশিত বই নিয়ে আলোচনা করতে চাইছেন, সেখানে তিনি নিজে গান্ধী পরিবারের বিভিন্ন সদস্যকে নিয়ে লেখা একাধিক বইয়ের উল্লেখ করতে চান। তবে সভাপতিমণ্ডলীর দায়িত্বে থাকা কৃষ্ণ প্রসাদ তেন্নেতি সংসদের নিয়ম ৩৪৯-এর উল্লেখ করে জানান, সংসদের কার্যসূচির সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক না থাকলে বই বা নথি থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া যাবে না। এই নির্দেশ সত্ত্বেও দুবে নিজের বক্তব্য চালিয়ে গেলে বিরোধীরা তীব্র প্রতিবাদ জানায় এবং অধিবেশন স্থগিত করা হয়।

দিনভর উত্তেজনা চলতে থাকে লোকসভায় (Loksabha Protest PM Speech Cancelled)। বিকেল পাঁচটার কিছু আগে অধিবেশন শুরু হলে প্রধানমন্ত্রী বক্তব্য রাখার কথা ছিল। কিন্তু সেই সময় বিরোধী দলের কয়েকজন মহিলা সাংসদ, যার মধ্যে বর্ষা গায়কোয়াড় এবং জ্যোতিমণির নাম উল্লেখযোগ্য, শাসকদলের আসনের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ শুরু করেন। তাঁরা 'Do what is right' লেখা ব্যানার প্রদর্শন করেন এবং আগের দিন আটজন বিরোধী সাংসদের সাসপেনশনের প্রতিবাদ জানান। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে কার্যনির্বাহী স্পিকার সন্ধ্যা রাই অধিবেশন মুলতুবি ঘোষণা করেন।

বিজেপি সাংসদ মনোজ তিওয়ারি পরে দাবি করেন, মহিলা সাংসদদের অবস্থান পরিকল্পিত ছিল এবং তা প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তার জন্য উদ্বেগজনক পরিস্থিতি তৈরি করেছিল। তাঁর কথায়, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজুর তৎপরতায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

এর আগে দুপুরে অধিবেশন শুরু হলে বিরোধীরা ২০২০ সালের ভারত-চিন সীমান্ত সংঘর্ষের প্রসঙ্গ তুলে স্লোগান দিতে থাকেন। লাগাতার বিশৃঙ্খলার কারণে বারবার অধিবেশন স্থগিত করতে হয়। ফলে রাষ্ট্রপতির ভাষণের উপর ধন্যবাদ প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা সম্পূর্ণ হয়নি এবং লোকসভা পরদিন পর্যন্ত মুলতুবি রাখা হয়েছে।

(২ পাতার পর)

নয়াগ্রামে অটোতে গাঁজা পাচারের চেষ্টা বানচাল, পুলিশের অভিযানে উদ্ধার ৬৫ কেজি গাঁজা,গ্রেফতার ২

করে দু'জন পাচারকারীকে হাতেনাতে গ্রেফতার করা হয়। ধৃতদের নাম বিদ্যাচল সাহানি ও পরেশ চন্দ্র ভয়। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত দু'জনেরই বাড়ি ওড়িশা রাজ্যের বোথ এলাকায়। উদ্ধার হওয়া গাঁজার ওজন প্রায় ৬৫ কেজি বলে জানা গিয়েছে। বুধবার ধৃতদের ঝাড়গ্রাম আদালতে তোলা হলে মহামান্য বিচারক পাঁচ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন। পুলিশ এই পাচারচক্রের সঙ্গে আর কেউ যুক্ত রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে। পাশাপাশি উদ্ধার হওয়া গাঁজা কোথা থেকে আসছিল এবং কোথায় পাচার করা হচ্ছিল, তা নিয়েও তদন্ত চলছে। এ প্রসঙ্গে ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (হেডকোয়ার্টার) সৈয়দ মহম্মদ মামদুল্লা হাসান বলেন, "গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে পুলিশ অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ গাঁজা উদ্ধার করেছে। ঘটনায় দু'জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। উদ্ধার হওয়া গাঁজার উৎস ও গন্তব্য জানার চেষ্টা চলছে। আগামী দিনেও মাদক পাচার রুখতে সীমান্তবর্তী এলাকায় পুলিশের কড়া নজরদারি আরও বাড়ানো হয়েছে এবং জোরকদমে অভিযান চালানো হবে।"

উল্লেখ্য, এর আগেও ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশ একাধিকবার গাঁজা পাচারের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। পুলিশের এই ধারাবাহিক ও কঠোর অভিযানে মাদক পাচারকারীদের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। পাশাপাশি পুলিশের এই সক্রিয় ভূমিকায় খুশি স্থানীয় মানুষজন। মাদকমুক্ত এলাকা গড়তে পুলিশের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন সমাজের সর্বস্তরের মানুষ।

(১ম পাতার পর)

এবার তৃতীয়বার বঙ্গ-সফরে আসছেন অমিত শাহ, সাংগঠনিক বৈঠকে মিলবে ফল?

নেতাদের মঞ্চে থাকলেই হবে না, পথে নামতে হবে। বিজেপি নেতা-কর্মীদের পৌঁছে যেতে হবে মানুষের কাছে। তারপরই অমিত শাহের আবার বঙ্গ-সফরের খবর বেশ চাপেই ফেলেছে বাংলার বিজেপি নেতাদের বলে মনে করা হচ্ছে।জানুয়ারি মাসের শেষেই কলকাতা সফরে এসেছিলেন তিনি। এরপরও একবার এসেছিলেন তিনি। এবার চলতি মাসেও আসছেন শাহ।

এদিকে বাংলায় এখন ডেইলি প্যাসেঞ্জারি শুরু করে দিয়েছেন বিজেপি নেতা-মন্ত্রীরা। প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি এখানে এসে ঘুরে গিয়েছেন। বঙ্গ-বিজেপির নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করা থেকে শুরু করে জনসভা সবই করেছেন। কিন্তু তাতে সাফল্য কি আসবে? এই প্রশ্নই থেকে গিয়েছে। কারণ বঙ্গ-বিজেপির সংগঠন বুথ স্তরে এখনও দুর্বল। প্রশ্ন উঠছে, তবে কি বঙ্গ-বিজেপির উপর আস্থা হারিয়েছে শীর্ষ নেতৃত্ব? তাই কি এত অল্প সময়ের ব্যবধানে বাংলায় আসছেন শাহ? ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে দলের রণকৌশল, কর্মী সক্রিয়তা এবং জেলা স্তরের সংগঠন নিয়েই মূলত আলোচনা হবে বলে সূত্রের খবর।

অন্যদিকে আগে কলকাতা সফরে এসে রাজ্য বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য, বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ও কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের সঙ্গে রুদ্ধদ্বার বৈঠক করেন শাহ। আবার ব্যারাকপুরে কর্মী সম্মেলনে অংশ নিয়ে তিনি দলীয় সংগঠন মজবুত করার বার্তা দেন। সেই হোমওয়ার্ক কতটা হয়েছে? সেটা দেখতে আসছেন তিনি বলে সূত্রের খবর। আগামী ১৮ ফেব্রুয়ারি দু'দিনের সফরে শাহ রাজ্যে আসবেন। তবে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা থাকায় ওই সময় কোনও সভা করবেন না শাহ। বঙ্গ বিগ্রেডের সঙ্গে বৈঠক করবেন তিনি।

সম্পাদকীয়

বিধানসভা নির্বাচনে কেন্দ্রীয় অবজার্ভার হিসেবে ছাড় নয় রাজ্যের কোনও IAS-IPS-কে!

আসন্ন নির্বাচনে অবজার্ভার হিসাবে কাজ করার জন্য কোনও আইপিএস এবং কোনও আইএএস অফিসারকেই ছাড় দেওয়া হল না জাতীয় নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে। আগামীকাল এবং পরশু, জাতীয় নির্বাচন কমিশনে আসন্ন নির্বাচন নিয়ে দুদিনের যে প্রশিক্ষণ রয়েছে, তাতে রাজ্য থেকে মোট ২৫ জন আইএএস এবং আইপিএস অফিসারকে কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে কমিশনের তরফ থেকে।নাকা চেকিংয়ের সংখ্যাও বাড়ানো হবে। সেখানেও প্রতি ক্ষেত্রে থাকবে একটি করে ক্যামেরা। এর সঙ্গেই থাকবে মোবাইল ভ্যান। যার মাথাতেও লাগানো থাকবে একটি করে ক্যামেরা। এইসব ক্যামেরায় ভোট শেষ না হওয়া পর্যন্ত সম্পূর্ণরূপে লাইভ ওয়েবকাস্টিং করা হবে। সবমিলিয়ে যে পরিকল্পনা নিয়ে নির্বাচন কমিশন এখনও পর্যন্ত এগিয়েছে, তাতে আসন্ন ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচন রাজ্যে এক দফায় হতে চলেছে বলেই ইঙ্গিত নির্বাচন কমিশন সূত্রে। ১৪ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ। এসআইআর পর্ব মিটে গেলেই নির্বাচন কমিশন রাজ্যের বিধানসভা ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা করবে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

আসন্ন নির্বাচনে কেন্দ্রীয় অবজার্ভার হিসাবে কাজ করার জন্য এদের বাছা হয়েছে। এর মধ্যে ৯ জন আইএস এবং ৮ জন আইপিএসকে ছাড় দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিল নবান্ন। কিন্তু সেই আরজি প্রত্যাখ্যান করেছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। এরফলে স্বরাষ্ট্র সচিব জগদীশ প্রসাদ মীনা-সহ দুই কমিশনারকেও হাজিরা দিতে হবে প্রশিক্ষণে।

নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, আইপিএস এবং আইএএস মিলিয়ে মোট ১৭ জনের নামের বিকল্প নাম পাঠানো হয়েছিল রাজ্য সরকারের তরফ থেকে। কিন্তু কোন সদুত্তর জাতীয় নির্বাচন কমিশন থেকে না পাওয়ায় গতকাল রাতে ফের রাজ্যের মুখ্যসচিব জাতীয় নির্বাচন কমিশনকে একটি চিঠি দেন। তাতে অন্তত ৪ জনকে ছাড় দেওয়ার অনুরোধ জানানো হয়। তাদের মধ্যে স্বরাষ্ট্র সচিব জগদীশ প্রসাদ মীনা ছিলেন। প্রবীণ ত্রিপাঠী, সুনীল চতুর্বেদী, রাজেশ কুমার যাদব এই তিনজন আইপিএস অফিসারও ছিলেন। কিন্তু কাউকেই ছাড় দেওয়া হয়নি। উল্লেখ্য, সারা দেশ জুড়ে ১৭০ জন আইএস ও আইপিএস-এর নাম রিপ্লেসমেন্টের জন্য অনুরোধ এসেছিল নির্বাচন কমিশনের কাছে। চলতি বছরের এপ্রিল-মে মাসে পশ্চিমবঙ্গ, কেরল, তামিলনাড়ু, অসম এবং পুদুচেরিতে বিধানসভা ভোট হওয়ার কথা। তখনই অন্য রাজ্যে কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক হিসেবে যেতে হবে রাজ্যের ২৫ IAS-IPS অফিসারকে!

উল্লেখ্য, এখনও পর্যন্ত নির্বাচন কমিশন সূত্রে যা খবর, তাতে মনে করা হচ্ছে যে রাজ্যে এক দফাতেই হবে বিধানসভা ভোট। ২০২৬ সালের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে ইতিমধ্যেই রাজ্যে প্রায় ৩০ হাজার বুথকে স্পর্শকাতর এবং অতি স্পর্শকাতর বুথ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, এই স্পর্শকাতর এবং অতি স্পর্শকাতর বুথের সংখ্যা বাড়তেও পারে। সাম্প্রতিক অতীতে কালীগঞ্জ বিধানসভা উপনির্বাচনে নির্বাচনকে সুষ্ঠু অবাধ ও শান্তিপূর্ণ করার জন্য যে প্যারামিটার ছিল, ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে সেই প্যারামিটারকে ভেঙে নতুন মানচিত্র ইতিমধ্যেই তৈরি হয়ে গিয়েছে। যেখানে বলা হয়েছে স্পর্শকাতর এবং অতি স্পর্শকাতর বুথের ভিতরে এবার থাকবে দুটি ক্যামেরা এবং বুথের বাইরে একটি ক্যামেরা। এছাড়া বাকি বুথগুলোতেও থাকবে ক্যামেরা। ভিতরে ও বাইরে একটি করে ক্যামেরা থাকবে।

মা সারদা সবার অন্নদাত্রী অন্নপূর্ণা দেবী

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(আট পর্ব)

রামচন্দ্র ছিলেন পরোপকারী ও দানশীল ব্যক্তি। কথিত আছে, সারদা দেবীর জন্মের আগে রামচন্দ্র ও শ্যামাসুন্দরী উভয়েই অনেক দিব্যদর্শন করেছিলেন। সারদা মায়ের জন্মের পর রামচন্দ্র ও শ্যামাসুন্দরীর কাদম্বিনী নামে এক কন্যা এবং প্রসন্নকুমার, উমেশচন্দ্র, কালীকুমার, বরদাপ্রসাদ ও অভয়চরণ নামে পাঁচ পুত্রের জন্ম হয়। বাল্যকালে সাধারণ গ্রামবাসী বাঙালি মেয়েদের মতো সারদা দেবীর জীবনও ছিল অত্যন্ত সরল ও সাদাসিধে। ঘরের সাধারণ কাজকর্মের পাশাপাশি ছেলেবেলায় তিনি তাঁর

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

রাষ্ট্রপতি শাসন শেষে মণিপুরে ফিরল বিজেপি সরকার

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

এক বছরের রাষ্ট্রপতি শাসন শেষে মণিপুর পেল নতুন মুখ্যমন্ত্রী। উত্তর-পূর্ব ভারতের ছবির মত সুন্দর এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন ইয়ামনাম খেমচাঁদ সিং। মণিপুরে শুরু হল নতুন যুগ, ফিরল বিজেপি সরকার। আজ, বুধবার সন্ধ্যায় দিল্লির মণিপুর ভবনে শপথ নিলেন বিজেপির মেইতেই সম্প্রদায়ের ৬২ বছরের নেতা তথা বিধায়ক।কুকি,মেইতি সহ রাজ্যের সব সম্প্রদায়কে একসঙ্গে উন্নয়ন যজ্ঞে সামিল করতে চান নয়া মুখ্যমন্ত্রী হতে চলা ইয়ামনাম খেমচাঁদ সিং। আগামী বছর মণিপুরে বিধানসভা নির্বাচনের আগে ভাঙা ঘর গোছাতে চাইছে এনডিএ শিবির। মণিপুরের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী এন. বীরেন সিং গত বছর ৯ ফেব্রুয়ারি পদত্যাগ করেছিলেন । মেইতেই-কুকি সংঘর্ষ থামাতে ব্যর্থ হন বীরেন সিং। এরপর নতুন সরকার গঠন সম্ভব না হওয়ায় কেন্দ্রীয় সরকার ভারতীয় সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩৫৬ অনুসারে উত্তর পূর্ব ভারতের এই রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করে।সিঙ্গজামে কেন্দ্র থেকে দুইবারের বিধায়ক ওয়াই খেমচাঁদের ওপরেই মণিপুরের দায়িত্ব দিলেন মোদী-শাহ-রা। মণিপুরে উপমুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন বিজেপির কুকি সম্প্রদায়ের বিধায়িকা নেমচা কিপগেন ও এনডিএর শরিক দল নাগা পিপলস ফ্রন্ট

এরপর ৬ পাতায়

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

কাজেই দক্ষিণাকালী কেবলমাত্র গৌড়ীয় বৈষ্ণব প্রভাবেই এসেছেন এমন ভাবার দরকার নেই। লক্ষ্য করা যায় তিনি ডান হাতে অভয় দেন এবং বাম হাতে নরকপাল।

"বজ্রশৃঙ্খলা।।বজ্রশৃঙ্খলা হরিদ্বর্ণা ও অমোঘসিদ্ধি সম্ভূতা। **ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

সুপ্রিম কোর্টে মুখ্যমন্ত্রীর সওয়াল ঐতিহাসিক, ভয় পেয়ে বিভ্রান্ত বঙ্গ-বিজেপি নেতৃত্ব

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

পশ্চিমবঙ্গে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনের (এসআইআর) বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের করা আবেদনের শুনানি আজ সুপ্রিম কোর্টে হয়। আজ, মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টে তিনি পৌঁছে নিজের যুক্তি উপস্থাপন করেন। যা এককথায় ঐতিহাসিক। রাজ্যের কোনও মুখ্যমন্ত্রী প্রথম জনগণের স্বার্থে সরাসরি সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে সওয়াল করলেন।এছাড়া বিজেপি নেতারা এসব কথা বলে পরিস্থিতি ঘোরাতে চাইলেও সাধারণ মানুষের হেনস্থা এবং হয়রানির কথা না বলায় মানুষ মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে বলে সূত্রের খবর। বরং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লড়াইকেই এখন বাংলার মানুষ কুর্ণিশ জানাচ্ছেন। কারণ মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, 'সমস্যা তখনই শুরু হয়, যখন সবকিছু শেষ হয়ে যায়, অথচ ন্যায় মেলে না। যখন ন্যায় দরজার আড়ালে কাঁদে-তখনই মনে হয় কোথাও আমরা বিচার তো পাচ্ছি না। ৫৮ লক্ষের নাম বাদ দিয়েছে। অনেকে জীবিত রয়েছেন। মাইক্রো অবজার্ভার নাম মুছে দিচ্ছেন। আমি দল নয়, মানুষের অধিকার রক্ষার জন্য কথা বলছি। গণতন্ত্রকে রক্ষা করুন। মানুষের অধিকার রক্ষা করুন।' যা এখন বাংলার মানুষের মুখে মুখে ফিরছে।যা আগে কখনও দেখা যায়নি। আইনজীবীদের সঙ্গে সামনের সারিতে উপস্থিত হয়ে সওয়াল করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে। এই দৃশ্য দেখে বাংলার ভুক্তভোগী জনগণ আবেগতাড়িত হয়ে পড়েন। আর যাঁদের ঝামেলায় পড়তে হয়নি তাঁরাও বলছেন, একজন মুখ্যমন্ত্রী মানুষের স্বার্থে এমন স্তরের লড়াই করতে পারেন তা সত্যিই আগে দেখা যায়নি। এই পরিস্থিতি দেখতে পেয়েই বিজেপি নেতা-মন্ত্রীদের ঘুম উড়ে গিয়েছে। কিন্তু বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছেন তাঁরা বলে সূত্রের খবর।

এদিকে মুখ্যমন্ত্রীর সওয়াল শুনে নির্বাচন কমিশনকে নির্দেশ দেন প্রধান বিচারপতি। এমনকী নির্বাচন কমিশনকে নোটিস জারি করল সুপ্রিম কোর্ট। সুতরাং বিজেপির তোলা অভিযোগ এবং নির্বাচন কমিশনের পাঁয়তারা খারিজ হয়ে গিয়েছে। নির্বাচন কমিশনকে নোটিস জারির পাশাপাশি নির্বাচন কমিশনের কর্তাদের সহানুভূতিশীল হতেও নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। স্বাধীনোত্তর ভারতে এই প্রথম কোনও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এভাবে সুপ্রিম কোর্টে সরাসরি সওয়াল করলেন। গোটা দেশ তা দেখল। কিন্তু বিধানসভা নির্বাচনের আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই মাস্টারস্ট্রোক ঠেকাতে এখন উঠে পড়ে লেগেছে বিজেপি নেতারা।

অন্যদিকে এমন পরিস্থিতিতে মাঠে নেমে পড়েন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য, কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার এবং কাউন্সিলর সজল ঘোষ। কলকাতা পুরসভার বিজেপি কাউন্সিলর সজল ঘোষ বলেন, 'যা হল সেটা গ্যালারি শো ছাড়া কিছু নয়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আসলে নিজেকে মোদি বিরোধী রাজনৈতিক মুখ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার এবং আইনজীবী হিসেবে নিজের ব্র্যান্ডিং, মার্কেটিং করার চেষ্টা করেছেন।' এই কথা বলে আরও বাংলার মানুষের বিরাগভাজন হল বিজেপি। শমীক ভট্টাচার্যের বক্তব্য, 'মুখ্যমন্ত্রী চান ভোটার তালিকায় বাংলাদেশি এবং রোহিঙ্গার নাম থাকুক। যাতে ভোটে কারচুপি করা যায়।' যদিও নির্বাচন কমিশন খসড়া তালিকা এবং বিবৃতিতে এমন নজির আছে বলে উল্লেখ করেনি। আর সুকান্ত মজুমদারের কথায়, 'শুধু যে তৃণমূল কংগ্রেসের লোকজনকে ডাকা হয়েছে তা নয়। আমাদের দলেরও ডাকা হয়েছে। মহম্মদ শামির মতো ক্রিকেটারকেও ডাকা হয়েছিল। এসব নিয়ে রাজনীতি করা হচ্ছে।'

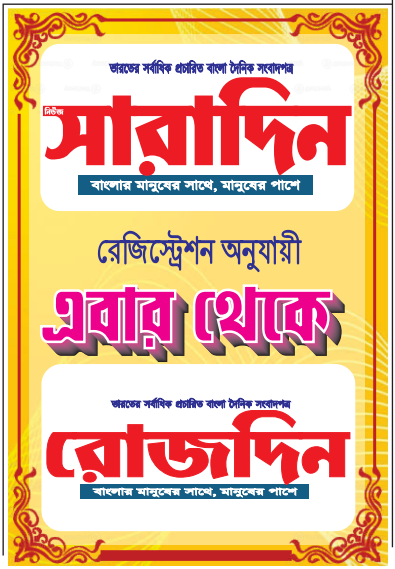

পত্রিকা দপ্তর ও কুইনপ্রেসে চিঠিপত্র, লেখালেখি ও সংবাদ পাঠাতে হলে যোগাযোগ করুন নিচের দেওয়া ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরে

কুইন প্রেস ও পত্রিকা দপ্তর

Editor
Mrityunjoy Sardar
C/o, Lalu Sardar
Village:Hedia
P.O.:Uttar Moukhali
P.S. : Jibantala
District :South 24 Parganas
Pin:743329(W.B)

Mobile : 9564382031

মাঝ আকাশে ভয়ঙ্কর বিপত্তি! ফ্লাইটের ইঞ্জিনে আগুন, জরুরি অবতরণ কলকাতা বিমানবন্দরে

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

মাঝ আকাশে বড়সড় বিপদের হাত থেকে রক্ষা পেল টার্কিশ এয়ারলাইন্সের একটি যাত্রীবাহী বিমান। ইঞ্জিনে দাউ দাউ করে আগুন দেখতে পেয়েই কলকাতার বিমান বন্দরে জরুরী অবতরণ করা হল। অল্পের জন্যে রক্ষা পেলেন বিমানে থাকা যাত্রীরা। বুধবার (৪ ফেব্রুয়ারি) ২৩৬ জন যাত্রী নিয়ে নেপালের কাঠমান্ডু থেকে ইস্তাম্বুলের দিকে যাচ্ছিল তুর্কি এয়ারলাইন্সের ৭২৭ ফ্লাইট।উল্লেখ্য, দেশে বিমান দুর্ঘটনা অহরহ বেড়ে চলেছে। গত ২৮ জানুয়ারি বুধবার সকালে ভয়ঙ্কর বিমান দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছেন মহারাষ্ট্রের উপ-মুখ্যমন্ত্রী অজিত পাওয়ার-সহ ৫ জন। তাঁরা মুম্বই থেকে বারামতীর উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিলেন। কিন্তু বারামতীর বিমানবন্দরে এমার্জেন্সি ল্যান্ডিংয়ের আগেই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মাঠের মধ্যে ভেঙে পড়ে বিমানটি। ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় সকলের দেহ। এই ঘটনায় গোটা মহারাষ্ট্রে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। এক প্রত্যক্ষদর্শীর কথায়, বিমানটি রানওয়ের দিকে যাচ্ছিল এবং রানওয়ের কাছাকাছি এসেও সেখানে থেকে প্রায় ১০০ ফুট আগেই আছড়ে পড়ে। যেভাবে বিমানটি নীচে নামছিল, ভয়ংকর দুর্ঘটনা বাধ্য। আর বিমানটিতে আগুন ধরে যায়। এরপর আরও ৪-৫টি বিস্ফোরণ ঘটে। আগুনের তীব্রতা এতটাই ছিল যে, সবাই ছুটলেও কাউকে বাঁচানো যায়নি। এদিকে গত বছর জুনে গুজরাতের আমেদাবাদে এয়ারলাইন্সের বোয়িং বিমানে ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা হয়। যাতে প্রায় ২৪১ জন যাত্রী মারা যান। সেখানে গুজরাতের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীও ছিলেন।বিমানটি যখন কলকাতার আকাশসীমায় ছিল, তখনই পাইলট লক্ষ্য করেন যে, বিমানের ডানদিকের ইঞ্জিনে আগুন লেগে গিয়েছে।

তবে পরিস্থিতির বেগতিক দেখে পাইলট তৎক্ষণাৎ কলকাতা ট্রাফিক কন্ট্রোলের সঙ্গে যোগাযোগ করেন, এরপর কলকাতা ATC থেকে সবুজ সংকেত মেলার পরেই অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে বিমানটিকে রানওয়েতে নামিয়ে আনা হয়। অর্থাৎ পাইলটের তৎপরতায় বড় ধরণের বিপদ এড়ানো সম্ভব হয়েছে। বিমানবন্দরে আগে থেকেই দমকল ও জরুরি বিভাগ প্রস্তুত রাখা হয়েছিল। এরপর বিমানটিকে নিরাপদে কলকাতা বিমানবন্দরে অবতরণ করানো হয়। এবং যাত্রীদের নিরাপদে নামিয়ে আনা হয়। বর্তমানে বিমানটির মেরামতির কাজ চলছে। তবে যান্ত্রিক কারণেই এই আগুন লেগেছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। আর বিমানে থাকা যাত্রীরা বিমানবন্দরে অপেক্ষা করছেন।

(৪ পাতার পর)

রাষ্ট্রপতি শাসন শেষে মণিপুরে ফিরল বিজেপি সরকার

পার্টির নেতা লসি দিখো (lOSII । রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও দুই উপমুখ্যমন্ত্রীকে দিল্লির মণিপুর ভবনে শপথ বাক্য পাঠ করান রাজ্যপাল অজয় ভুল্লা। মণিপুরে এই প্রথম কোনও মহিলা উপমুখ্যমন্ত্রী হলেন। আগামী বছর ফেব্রুয়ারিতে মণিপুরে বিধানসভা নির্বাচন। কদিনের মধ্যেই ওয়াই খেমচাঁদের সিংয়ের সরকারের মন্ত্রীরা শপথ নেবেন। ২০১৭ সাল থেকে মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন এন বীরেন সিং। কিন্তু রাজ্যে বছর দুয়েক ধরে চলা ব্যাপক হিংসার কারণে শেষ পর্যন্ত গত বছর ফেব্রুয়ারিতে মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন বীরেন সিং। এরপর মণিপুরে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করা হয়। এক বছর পর আজ, বুধবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বিজ্ঞপ্তি জারি করে রাষ্ট্রপতি শাসন প্রত্যাহার করে, তার কয়েক ঘণ্টা পরেই মণিপুরের ১৩তম মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন ওয়াই খেমচাঁদ সিং। ২০১৭ সালে প্রথমবার মণিপুরে সরকার গড়ে বিজেপি। এরপর ২০২২ নির্বাচনে ফের রাজ্যের ক্ষমতায় ফেরেন মুখ্যমন্ত্রী বীরেন সিং।

রাজ্যে হিংসা সামলাতে ব্যর্থ হওয়ার অভিযোগ তুলে এন বীরেন সিং সরকারের ওপর থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করেছিল একটি স্থানীয় দল। তবে ২০২২ বিধানসভায় ৬০টি-র মধ্যে ৩২টি আসনে জেতা বিজেপির পক্ষে এখনও সরকার গড়ার রাখার মত সংখ্যায় রয়েছে। রাজ্যের একমাত্র জেডি (ইউ) বিধায়কও এনডিএ-র দিকে থাকায় সুবিধা হয়েছে বিজেপির। গত লোকসভা নির্বাচনে মণিপুরের দুটি আসনেই হারে বিজেপি। মণিপুরের ক্রমগাত হিংসার ঘটনা সামলাতে না পারায় প্রশ্নের মুখে বিজেপির সরকার। তবে এবার উন্নয়নের রাজনীতিতেই উত্তর পূর্বের এই রাজ্যে ঘুরে দাঁড়াতে চাইছে পদ্মশিবির।

শ্রী এম অনন্তসয়নম আয়েঙ্গারের প্রতি পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করলেন লোকসভার অধ্যক্ষ

নয়াদিল্লি, ৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬

লোকসভার অধ্যক্ষ শ্রী ওম বিড়লা আজ সংবিধান সদনের সেন্ট্রাল হল-এ প্রাক্তন লোকসভা অধ্যক্ষ শ্রী এম অনন্তসয়নম আয়েঙ্গারের জন্মবার্ষিকীতে তাঁর প্রতি পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেছেন।

রাজ্যসভার ডেপুটি চেয়ারম্যান শ্রী হরিবংশ, সাংসদ ও প্রাক্তন সাংসদরা, লোকসভার মহাসচিব শ্রী উৎপল কুমার সিং প্রমুখ শ্রী আয়েঙ্গারকে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধা জানান।

শ্রী এম এ আয়েঙ্গার ছিলেন বর্ষীয়ান স্বাধীনতা সংগ্রামী এক বিশিষ্ট সাংসদ। তিনি সেন্ট্রাল লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি, গণ-পরিষদ, অন্তর্বর্তীকালীন সংসদ এবং প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় লোকসভার সদস্য ছিলেন। ১৯৫২ সালে যখন প্রথম লোকসভা গঠিত হয়েছিল, তখন শ্রী আয়েঙ্গার সর্বসম্মতিক্রমে এর উপাধ্যক্ষ নিযুক্ত হয়েছিলেন। এর আগে তিনি গণ-পরিষদ এবং অন্তর্বর্তী সংসদের উপাধ্যক্ষ হিসেবেও কাজ করেন। তৎকালীন অধ্যক্ষ শ্রী জি ভি মাভালাঙ্কারের আকস্মিক মৃত্যুর পর ১৯৫৬ সালের ৮ মার্চ তিনি সর্বসম্মতিক্রমে লোকসভার অধ্যক্ষ নির্বাচিত হন। ১৯৫৭ সালের দ্বিতীয় লোকসভাতেও শ্রী আয়েঙ্গার সর্বসম্মতিক্রমে অধ্যক্ষের পদে আসীন হন। তৃতীয় লোকসভায় তিনি নির্বাচিত হলেও বিহারের রাজ্যপাল হিসেবে নিযুক্তির পর তিনি লোকসভা থেকে ইস্তফা দেন।

১৯৭৮ সালের ১৯ মার্চ শ্রী আয়েঙ্গারের জীবনাবসান হয়।

সিনেমার খবর

মা হয়ে এই বিষয়গুলো বুঝতে পারি: আলিয়া ভাট

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

শৈশবের এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনার স্মৃতি আজও আলিয়া ভাটকে সতর্ক করে রাখে। গাড়ির পেছনের আসনে বসলেও তিনি নিয়মিত সিটবেল্ট ব্যবহার করেন। রাস্তায় চলাচলের সময় তার মনে এক ধরনের শঙ্কা কাজ করে, কারণ একটি দুর্ঘটনাই একসময় তার জীবনের খুব কাছের একজন মানুষকে কেড়ে নিয়েছিল।

সম্প্রতি ভারতের একটি সড়ক নিরাপত্তাবিষয়ক অনুষ্ঠানে অংশ নেন বলিউড অভিনেত্রী আলিয়া ভাট। অনুষ্ঠানে তার সঙ্গে ছিলেন অমিতাভ বচ্চন ও ভিকি কৌশল। সেখানে নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন তিনি।

আলিয়া জানান, মাত্র ১২ বছর বয়সে তিনি তার ন্যানিকে (আয়া) একটি ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় হারান। ওই নারী দীর্ঘদিন তাকে দেখাশোনা করতেন এবং পরিবারের একজন সদস্যের মতোই ছিলেন। আলিয়ার ভাষায়, তিনি শুধু ন্যানি নন, দিদির মতো একজন মানুষ ছিলেন।

ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে আলিয়া বলেন, একদিন তার ন্যানি সঙ্গীর সঙ্গে মোটরসাইকেলে করে মন্দিরে যাচ্ছিলেন। সঙ্গীর মাথায় হেলমেট থাকলেও ন্যানির মাথায় হেলমেট ছিল না। পথে একটি ট্রাকের সঙ্গে মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ হলে তিনি ছিটকে পড়ে যান এবং ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।

এই দুর্ঘটনা আলিয়ার মনে গভীর ছাপ ফেলে। দীর্ঘ সময় তিনি মানসিক আতঙ্কে ভুগেছেন। ঘটনার পর থেকে তার পরিবার নিরাপত্তা বিষয়ে আরও সচেতন হয়ে ওঠে। আলিয়ার মা সব সময় তাকে নিয়ে দুশ্চিন্তায় থাকতেন। এমনকি গাড়িচালককে কঠোরভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল—সিটবেল্ট ছাড়া গাড়ি চালালে চাকরি থাকবে না।

আলিয়া বলেন, মা হওয়ার পর সেই সময়ের ভয়, উৎকণ্ঠা এবং নিরাপত্তার গুরুত্ব তিনি আরও স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করতে পারছেন। তার কথায়, ‘এখন নিজে মা হয়ে এই বিষয়গুলো বুঝতে পারি।’

বর্তমানে আলিয়া ভাট জীবনের নতুন এক অধ্যায় পার করছেন। কাজের ব্যস্ততার পাশাপাশি তিনি মেয়ে রাহাকে ঘিরে মাতৃত্বের সময় উপভোগ করছেন। এর আগে আলিয়া জানিয়েছিলেন, মেয়ের জন্মের পর তিনি ও রণবীর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন—রাহাকে কখনো একা রাখা হবে না। কখনো তিনি, কখনো রণবীর সন্তানের পাশে থাকবেন; একজন কাজ করলে অন্যজন ছুটি নিয়ে মেয়ের দেখভাল করবেন।

শুটিং স্পটে পুত্রবধূর দুর্ঘটনার কথা স্মরণ করে যা বললেন অমিতাভ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

অমিতাভ বচ্চনের গোটা পরিবারই যেন এক তারার মেলা। তার ছেলে অভিষেক বচ্চনের স্ত্রী সাবেক বিশ্বসুন্দরী ঐশ্বরিয়া রায়। তবে পুত্রবধূ হওয়ার আগে থেকেই এ অভিনেত্রী ছিলেন ‘বিগ বি’র সহশিল্পী। বেশকিছু হিট সিনেমায় একসঙ্গে কাজ করেছেন তারা। দুজনের একসঙ্গে কাজ করা একটি শুটিংয়ে ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনার স্মৃতি এবার নতুন করে সামনে এসেছে।

২০০৩ সালে ‘খাকি’ ছবির শুটিং করতে গিয়ে গুরুতর চোট পান ঐশ্বরিয়া। তখনও এ বলিউড সুন্দরী অমিতাভের পুত্রবধূ হননি। এরপরও সহ-অভিনেত্রীর সঙ্গে ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনায় বেশ বিচলিত হয়ে পড়েন খ্যাতিমান এই অভিনেতা। এমনকি ঐশ্বরিয়ার মায়ের অনুমতি স্বাপেক্ষে তাকে অনীল আম্বানির ব্যক্তিগত বিমানে করে মুম্বাই নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন অমিতাভ।

খাকি সিনেমায় আরও অভিনয় করেন অক্ষয় কুমার ও তুষার কাপুর। নাসিকে ছবির শুটিং চলছিল। একটি দৃশ্যে চলন্ত জিপে থাকার কথা ছিল ঐশ্বরিয়ার। কিন্তু জিপে থাকাকালীন এক সময় ভারসাম্য হারিয়ে অভিনেত্রী সেখান থেকে ছিটকে পড়ে যান। যদিও তৎক্ষণাৎ গাড়ি থামাতে ঝাঁপিয়ে পড়েন অক্ষয় কুমার। এরপরও অভিনেত্রীর শেষ রক্ষা হয়নি। কারণ ততক্ষণে গাড়ি থেকে পড়ে গিয়ে বেশকিছু জায়গায় চোট পান ঐশ্বরিয়া। এরপরই তাকে শুটিং স্পট থেকে মুম্বাইয়ে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন অমিতাভ বচ্চন।

সেই ঘটনার কথা স্মরণ করে এর আগে ‘বিগ বি’ বলেছিলেন, ‘আমরা নাসিকে শুটিং করছিলাম। দুর্ঘটনা ঘটনার পরে দিল্লি থেকে অনুমতি নিয়ে একটা সেনা ছাউনিতে সেই বিমানের অবতরণ করা হয়। যেখান থেকে ৪৫ মিনিট দূরেই ছিল হাসপাতাল। সেই বিমানের সবগুলো সিটও খুলে ফেলা হয় যেন ঐশ্বরিয়া শুয়ে থাকতে পারে।’

অনুষ্ঠানে গিয়ে আয়োজকদের বিরুদ্ধে হেনস্তার অভিযোগ মিমির

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

টালিউড অভিনেত্রী মিমি চক্রবর্তী ভারতের উত্তর ২৪ পরগণার বনগাঁয় রোববার (২৫ জানুয়ারি) অনুষ্ঠান করতে গিয়ে হেনস্থার শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ করেছেন। এই তারকার ভাষ্য, আয়োজক সংস্থার কয়েকজন সদস্য অনুষ্ঠানের মাঝেই তাকে মঞ্চ থেকে নেমে যেতে বলেন। স্থানীয় থানায় আয়োজকদের বিরুদ্ধে ইতোমধ্যে অভিযোগও দায়ের করেছেন।

২৬ জানুয়ারি নিজের ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে পুরো ঘটনাটি তুলে ধরেন অভিনেত্রী। এই ঘটনায় তনয় শাস্ত্রী নামে এক ব্যক্তির নাম উঠে এসেছে।

মিমির ইনস্টাগ্রাম স্টোরি থেকে জানা যায়, বনগাঁর নয়াগোপালগঞ্জ যুবক সংঘে অনুষ্ঠান করতে গিয়েছিলেন তিনি। অনুষ্ঠানে পৌঁছতে নির্ধারিত সময়ের থেকে ঘণ্টাখানেক দেরি হয় অভিনেত্রীর। তার জন্য ভক্ত-দর্শকরাও অপেক্ষায় ছিলেন। মিমি পৌঁছনোর পর দেরি হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গেই মঞ্চে উঠে অনুষ্ঠান শুরু করেন।

কিন্তু তার দাবি, অনুষ্ঠানের মাঝেই আয়োজকরা তাকে মঞ্চ ছেড়ে নেমে যেতে বলেন। তাকে আর পারফর্ম করতেও দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ তার। শুধু তাই নয় মিমি আরও জানান, তার সঙ্গে যারা ছবি তুলতে মঞ্চে এসেছিলেন, তাদের প্রত্যেককেই সরিয়ে দেওয়া হয়।

এই ঘটনায় হতবাক এই অভিনেত্রী ভাষ্য, ‘এর আগে বহু জায়গায় অনুষ্ঠান করতে গিয়েছি। তবে এমন অভিজ্ঞতা প্রথমবার হলো। আমি কোনো কথা না বলে সঙ্গে সঙ্গে স্টেজ থেকে নেমে যাই। আমি বিষয়টি আইনিভাবে মোকাবিলা করছি। আজ আমি যদি চুপ থাকি, তা হলে এমন ঘটনা এর পরেও ঘটবে।’

এদিকে, উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে পাল্টা দাবি করা হয়েছে। তাদের বক্তব্য অনুযায়ী, চুক্তি ছিল মিমি অনুষ্ঠানে আসবেন সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার মধ্যে। কিন্তু তিনি পৌঁছান রাত সাড়ে ১১টার পর। এতে দর্শকদের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয় এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। সে কারণেই তাকে পারফর্ম করতে দেওয়া হয়নি বলে দাবি করে উদ্যোক্তারা।

কেন গম্ভীরকে সোশ্যাল মিডিয়া এড়ানোর পরামর্শ দিলেন রাহানে

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভারতের সাবেক টেস্ট অধিনায়ক অজিঙ্কা রাহানের মতে, ২০২৬ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শেষ না হওয়া পর্যন্ত প্রধান কোচ গৌতম গম্ভীরের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম থেকে দূরে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ। সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম 'এক্স'-এ কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুরের সঙ্গে গম্ভীরের কথোপকথনের পরিপ্রেক্ষিতেই এমন মন্তব্য করেন তিনি।

ক্রিকবাজকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে রাহানে বলেন, এই মুহূর্তে গম্ভীরের উচিত সোশ্যাল মিডিয়া এড়িয়ে চলা। মানুষ কী বলছে বা লিখছে, সেদিকে মন না দিয়ে সামনে থাকা বড় টুর্নামেন্টে পুরো মনোযোগ দেওয়াই সবচেয়ে জরুরি।

তিনি আরও বলেন, ভারতের কোচ হওয়া মানে বিশাল দায়িত্ব, আর নিজের খেলোয়াড়ি জীবনে তিনিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম থেকে দূরে থাকতেই পছন্দ করতেন।

রাহানের মতে, আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি শুরু হতে যাওয়া ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপকে সামনে রেখে এখন দলের প্রস্তুতি ও মানসিক স্থিরতা ধরে রাখাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

এর আগে নাগপুরে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে প্রথম টি-টোয়েন্টি ম্যাচ চলাকালে গম্ভীরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন শশী থারুর। পরে থারুর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে গম্ভীরের নেতৃত্বগুণ ও মানসিক দৃঢ়তার প্রশংসা করে একটি পোস্ট দেন। সেই পোস্টের জবাবে গম্ভীর ব্যঙ্গ করে কোচ হিসেবে তার 'অসীম ক্ষমতা' নিয়ে চলা আলোচনা ও সমালোচনার প্রতি ইঙ্গিত করেন।

এদিকে গম্ভীরের সঙ্গে অভিজ্ঞ ক্রিকেটার রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলির সম্পর্ক নিয়ে নানা গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। টেস্ট ক্রিকেট থেকে তাদের অবসরের পর থেকেই নাকি মতপার্থক্য তৈরি হয়েছে—এমন খবরও প্রকাশিত হয়েছে। অতীতে আইপিএলে গম্ভীর ও কোহলির মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা এই জল্পনাকে আরও উসকে দিয়েছে।

তবে ভারতের ব্যাটিং কোচ সিতাংশু কোটাক এসব গুজব উড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন, রোহিত ও কোহলি নিয়মিতভাবেই গম্ভীরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন। ওয়ানডে দল, ম্যাচ পরিকল্পনা এবং ২০২৭ বিশ্বকাপের প্রস্তুতি নিয়ে তাদের মধ্যে নিয়মিত আলোচনা চলছে বলেও জানান কোটাক।

বাংলাদেশের পরিবর্তে বিশ্বকাপ খেলা, যা বলছে স্কটল্যান্ড

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

নিরাপত্তা শঙ্কায় ভারতে খেলতে না যাওয়ার সিদ্ধান্তের কারণে আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে থেকে বাদ পড়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট দল। টাইগারদের পরিবর্তে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আসন্ন আসরে স্কটল্যান্ডকে সুযোগ দিয়েছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল (আইসিসি)।

বিশ্ব মঞ্চে বাংলাদেশ দলের অনুপস্থিতিকে ক্রিকেটের জন্য দুঃখজনক বলে মন্তব্য করেছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটারদের সংগঠন বিশ্ব ক্রিকেটার্স অ্যাসোসিয়েশন (ডব্লিউসিএ)।

বাংলাদেশ দলের পরিবর্তে একিবারে শেষ মুহূর্তে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে সুযোগ পাওয়া প্রসঙ্গে স্কটল্যান্ডের অস্ট্রেলিয়ান প্রধান নির্বাহী টম মুডি বলেছেন, 'স্পষ্টতই, আমরা এভাবে বিশ্বকাপ খেলতে চাইনি। বিশ্বকাপ দলের সুযোগ পাওয়ার একটি যোগ্যতা প্রক্রিয়া আছে, নিজেদের যোগ্যতার প্রমাণ দিয়েই আমরা বিশ্বকাপ খেলতে চেয়েছিলাম।'

তিনি আরও বলেন, 'কেউই আমাদের মতো করে যোগ্যতা অর্জন করতে, অংশগ্রহণ করতে বা বিশ্বকাপে আমন্ত্রণ পেতে চায় না। আমরা স্বীকার করি যে আমাদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে এটি অবশ্যই অনন্য পরিস্থিতি, আমরা বাংলাদেশের খেলোয়াড়দের বিশ্বকাপ খেলতে না পারার কষ্ট অনুভব করছি।'

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ওয়েস্ট ইন্ডিজের শক্তিশালী দল ঘোষণা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে ওয়েস্ট ইন্ডিজ তাদের ১৫ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে। দলের নেতৃত্ব দেবেন শাই হোপ। আফগানিস্তানের বিপক্ষে সাম্প্রতিক টি-টোয়েন্টি সিরিজে অনুপস্থিত থাকা হোপ এবার বিশ্বকাপে ফিরেছেন। তার সঙ্গে দলে জায়গা পেয়েছেন অভিজ্ঞ রোস্টন চেজ, জেসন হোল্ডার, শেরফানে রাদারফোর্ড এবং রোমারিও শেফার্ড।

সম্প্রতি তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে আফগানিস্তানের কাছে ২-১ ব্যবধানে হারার পর, ক্যারিবীয়রা বিশ্বকাপের আগে শেষ প্রস্তুতি হিসেবে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে মাঠে নামবে।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ গ্রুপ 'সি'-তে রয়েছে। তাদের প্রতিপক্ষ ইংল্যান্ড, নেপাল, ইতালি ও স্কটল্যান্ড। টুর্নামেন্টে তাদের প্রথম ম্যাচ ৭ ফেব্রুয়ারি কলকাতার ইডেন গার্ডেনে, যেখানে তারা স্কটল্যান্ডের মুখোমুখি হবে।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের দল:

শাই হোপ (অধিনায়ক), শিমরন হেটমায়ার, জনসন চার্লস, রোস্টন চেজ, ম্যাথু ফোর্ডে, জেসন হোল্ডার, আকিল হোসেন, শামার জোসেফ, ব্র্যান্ডন কিং, গুডাকেশ মোটি, রোভম্যান পাওয়েল, শেরফানে রাদারফোর্ড, কুইন্টন স্যাম্পসন, জেইডেন সিলস, রোমারিও শেফার্ড।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR